দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৪।১২।৭৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ১ ...

079

24.12.79

প্রাইমারীর দশা

দেশের বহু প্রাইমারী স্কুলের অবস্থাই আজ বড় করুণ। কোনটাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই, কোনটাতে আবার নেই ছাত্র। আবার কোন কোনটার নেই ঘর। এসব প্রাইমারী স্কুলের দুরবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে। ওই রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, চট্টগ্রাম জেলা ও দাউদকান্দি থানার বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। সিলেটের মৌলভীবাজার মহকুমার চুড়ামিস, সাতহাল ও সুর্যপাশা প্রাইমারী স্কুল তিনটি শিক্ষক, ছাত্র, স্কুলঘর ও আসবাবপত্রের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফরিদপুরের রাজবাড়ি থানার প্রাইমারী স্কুলগুলির শিক্ষিকাগণ বঞ্চিত হচ্ছেন চাকুরী ক্ষেত্রে প্রদত্ত সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে।

প্রাইমারী স্কুলগুলির এই অবস্থা সত্যিই উদ্বেগজনক। কারণ, আমাদের শিক্ষার মূল ভিত্তিই প্রাথমিক স্কুল। এসব স্কুলেই হাতে খড়ি হয় দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর। স্কুলে শিক্ষক, ঘর অথবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকলে যে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হবে, এমনকি একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকাও থাকবে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনিতেই দেশের বিপুল সংখ্যক শিশু অর্থনৈতিক কারণে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না, এর উপর যদি শিক্ষক, স্কুল-ঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদির অভাবে লেখাপড়া বিঘ্নিত বা স্কুল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যে আরও কমে যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শিক্ষা প্রসারে, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং জাতির চাহিদা পূরণের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনেব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে, অনুষ্ঠিত হচেছ শিক্ষা ওয়ার্কশপ। ফলপ্রসূ শিক্ষানীতি উদ্ভাবনের জন্য এ ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও স্কুলঘর না থাকলে কী ফল পাওয়া যাবে সেই উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে?

প্রাইমারী স্কুলসহ সকল প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—সবই যথাযথভাবে থাকা উচিত। প্রাইমারী স্কুলগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল আরও মনোযোগী ও যত্নবান হবেন তা প্রত্যাশিত।